প্রসঙ্গ: রিকন্ডিশন্ড গাড়ি

০% কর ক্ষমতাবানদের জন্য

মধ্যবিত্তের জন্য

৯৩%

Awekvm¨ fv‡e Ki evov‡bv n‡q‡Q wiKwÛkÛ Mwoi| mvaviY †µZviv wKb‡Z eva¨ n‡q‡Q fviZxq bZb Mwo| GK eQ‡ii g‡a¨ †h Mwoi Avq cvq †kl, wi-‡mj f¨vj †bB| GB wbggv‡bi bZb Mwoi evRvi ˆZwi Kiv n‡jv Kv‡`i ¯v‡_... wi‡cvU K‡i‡Qb e`i“‡ÏvRv eve

বাজেট ঘোষণার আগে একশ্রেণীর গাড়ি ক্রেতার মধ্যে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা। তাদের পরিচয় তারা মধ্যবিত্ত কিংবা শ্রেণী উত্তরণ ঘটা উচ্চ-মধ্যবিত্ত। একটু একটু করে টাকা জমিয়েছেন স্বপ্নের গাড়িটি কেনার জন্য। সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন, যত কম দামে ভালো গাড়িটি কেনা যায়। দুই-তিন মাসের ব্যবধানে গাড়ি কিনে তারা ঠকতে চান না। বাজেটকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই তারা পড়ে যান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে- বাজেটে দাম বাড়বে, না কমবে? এমনই একজন রাশেদুল হাসান। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। চাকরি করেন বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে। স্ত্রীও চাকরি করেন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায়। দু'জন মিলে গত সাড়ে ৪ বছরে জমিয়েছেন সাড়ে ৭ লাখ টাকা। উদ্দেশ্য গাড়ি কেনা। বিলাস নয়, দু'জনের যাতায়াত এবং সন্তানের স্কুল- সব মিলিয়ে নিজেদের একটি গাড়ি এখন এই দম্পতির জন্য ভীষণ জরুরি। অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছেন। জানতে চেয়েছেন এখন কেনা ভালো, না পরে? কেউ বলেছে, বাজেটের পরে দাম কমবে, কেউ বলেছে ঠিক উল্টোটা। বুঝে উঠতে পারেন না কী করা উচিত এখন। পরিচিত একজনের কাছ থেকে খবর পান, রিকন্ডিশন্ড গাড়ির আমদানিকারকরা বাজেট ঘোষণার আগেই বেশি করে গাড়ি বন্দরে ভিড়াচ্ছেন শুল্ক কমানোর আশায়। সুতরাং বাজেটের আগে রাশেদ সাহেব গাড়ি কেনার চিন্তা মাথা থেকে বাদ দেন। এরপর এলো অর্থমন্ত্রীর বাজেট ঘোষণা। বাড়ানো হলো গাড়ির শুল্ক। গাড়ির দাম বৃদ্ধির খবর শুনে রাশেদুল হাসানের অবস্থা কেমন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তার গাড়ি কেনার স্বপ্ন। কবে গাড়ির দাম কমবে সেই আশায় এখন দিন গুনছেন তিনি।

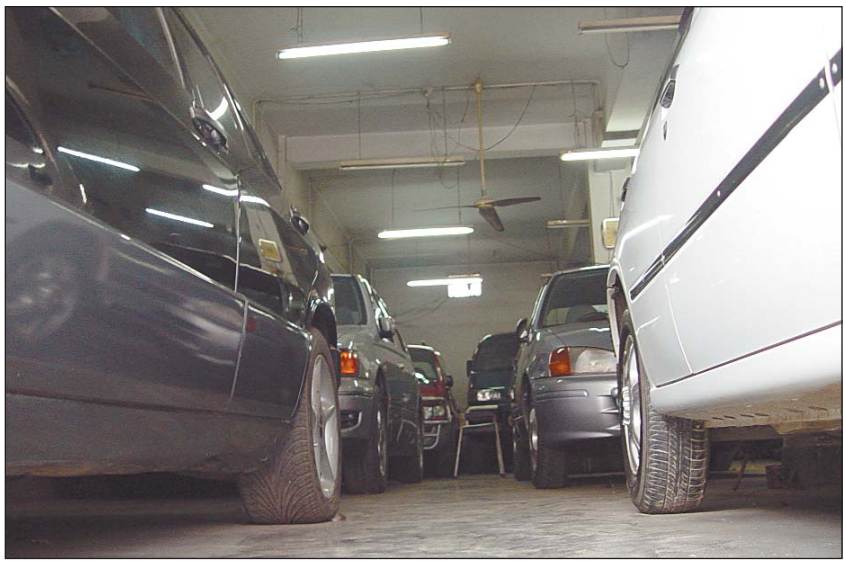

হ্যাঁ, গাড়ি এখন প্রয়োজনীয় বস্তু। ঢাকা শহরে নিজের একটি গাড়ি থাকা মানে নিজেকে অনেক নিরাপদ বোধ করা। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি মধ্যবিত্তকে নিজের একটি গাড়ির স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলো, ব্যাংকগুলোও এগিয়ে এসেছিল 'কার লোন' নিয়ে। উচ্চবিত্তের আঙিনা ছাড়িয়ে গাড়ি আসতে পারতো মধ্যবিত্তের ঘরের দুয়ারে, কিন্তু আসেনি। বরং আসার পথ বন্ধ হবার উপায় তৈরি হয়েছে গত দু'বছরে। এজন্য দায়ী সরকার ও সুযোগসন্ধানী কিছু ব্যবসায়ী। রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বিশাল বাজার এখন পড়তির দিকে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শোরুম। দেউলিয়া হবার পথে অনেক ব্যবসায়ী।

বাংলাদেশের গাড়ির বাজার পুরোপুরি রিকন্ডিশন্ড গাড়িনির্ভর। দেশের ৯০ শতাংশই রিকন্ডিশন্ড জাপানি গাড়ি। রিকন্ডিশন্ড গাড়ির প্রতি এই নির্ভরশীলতা সরকার কিংবা কোনো ব্যবসায়ী ক্রেতার মধ্যে তৈরি করেনি। সাধারণ ক্রেতারা বুঝেশুনে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি এতদিন কিনেছে এবং ভবিষ্যতেও কিনতে চায়। ইঞ্জিন, গাড়ির দাম, দীর্ঘস্থায়িত্ব সব দিক মিলিয়ে সাধারণ ক্রেতারা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কেনার পক্ষে। সাধ ও সাধ্যের নাগালে হওয়ায় তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার পর রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একধরনের হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। ক্রেতারা

শোরুমে যাচ্ছেন না গাড়ির বাড়তি দামের কারণে, বিক্রেতারা বন্দর থেকে গাড়ি ছুটাচ্ছেন না বাড়তি শুল্কের অসংগতির কারণে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি শুল্কায়নে অবচয় পদ্ধতি পুনরায় চালু করা হলেও শেষ পর্যন্ত শুল্ক করের বোঝা না কমায় গাড়ির মূল্য কমেনি বরং বেড়েছে।

রিকন্ডিশন্ড গাড়ির এই সমস্যার শুরু দুই বছর আগে। ২০০২-০৩ অর্থবছরের বাজেটে। নিষিদ্ধ করা হয় রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি। আন্দোলনে যান গাড়ি আমদানিকারক ও শোরুম ব্যবসায়ীরা। ৬ থেকে ২৯ জুন বন্ধ থাকে দেশের সব রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শোরুম। আলোচনায় বসে সরকার। আন্দোলনের মুখে সরকার রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির দাবি মেনে নেয় ঠিকই, কিন্তু চাপিয়ে দেয় কিছু শর্ত। ২০০৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত গাড়ি আমদানি করা, ১৬০০ সিসির ওপরে প্রাইভেট কার আমদানি করা যাবে না; ৫ বছর নয়, সর্বোচ্চ ৪ বছরের পুরনো গাড়ি আনা যাবে। ব্যবসায়ীদের তখন এসব শর্ত মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। কারণ তখন তাদের ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলো। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর- এই যুক্তি দেখিয়ে সরকার তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলো। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, তারা ব্র্যান্ড নিউ গাড়িকে স্বাগত জানাতে চায়। এই গাড়ির ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার জন্য কমানো হয় শুল্ক। পক্ষান্তরে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দাম বাড়তে থাকে। মধ্যবিত্তের আঙিনা থেকে দূরে সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরে চলে যায় রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দাম। সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির আমদানি ও বিক্রি ৩০ শতাংশ কমে যায়। সবচেয়ে মজার তথ্য হচ্ছে, রিকন্ডিশন্ড গাড়ি পরিবেশবান্ধব নয়- এ মন্তব্যের সপক্ষে সরকারের কাছে কোনো তথ্য-উপাত্ত ছিল না এবং তা দেয়ার প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি। এর পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ রয়েছে। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ব্যবসায়ীরা জানান, সরকারের মধ্যে কিছু নব্য গাড়ি ব্যবসায়ী আছেন। তারা চান না রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজার ফুলে-ফেঁপে উঠুক। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আসতো মূলত জাপান থেকে। সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে নতুন গাড়ির নামে বাজারে আসতে থাকে 'ব্র্যান্ড নিউ' কিন্তু মানহীন ভারতীয় গাড়ি। সারা দেশ পরিণত হয় ভারতীয় গাড়ির ডাম্পিংয়ে। কিন্তু এর ফলে লাভবান হয় বিশেষ পক্ষ। প্রভাব বিস্তারকারী মহলবিশেষ। পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য

সরকারের মধ্যে কিছু নব্য গাড়ি ব্যবসায়ী আছেন। তারা চান না রিকন্ডিশন্ড গাড়ির বাজার ফুলে-ফেঁপে উঠুক। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আসতো মূলত জাপান থেকে। সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে নতুন গাড়ির নামে বাজারে আসতে থাকে 'ব্র্যান্ড নিউ' কিন্তু মানহীন ভারতীয় গাড়ি। সারা দেশ পরিণত হয় ভারতীয় গাড়ির ডাম্পিংয়ে

রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ওপর সরকারের খড়্গ পড়েছে। তা না হলে ১৬০০ সিসির ওপরে গাড়ি আমদানি কেন নিষিদ্ধ হবে?

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, রিকন্ডিশন্ড গাড়ির তুলনায় ভারত থেকে আনা নিম্নমানের বিভিন্ন মডেলের নতুন গাড়ি পরিবেশ সহায়ক নয়। সোসাইটি ফর আরবান এনভারনমেন্টাল প্রটেকশন নামে একটি সংস্থার সমীক্ষায় দেখা যায়, ঢাকায় আমদানিকৃত ভারতের তৈরি সুজুকি মারুতি, সুজুকি জেন, টাটা ইন্ডিকা ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষণ করছে। দূষণের মধ্যে কার্বন মনোঅক্সাইডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। আমদানিকারকদের প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী এসব গাড়িতে যে উন্নত এমপিএফআই প্রযুক্তি ও ইউরো মানের ইঞ্জিন থাকার কথা, ভারতীয় এই গাড়িগুলোতে তার কোনোটাই নেই। সেকেলে কার্বরেটর সংযুক্ত ইঞ্জিনে যে সংখ্যক ভাল্ব এর কথা বলা হয়েছে তাও গাড়িতে পাননি গ্রাহকরা। ফলে কয়েক দিনের মধ্যে এসব গাড়ি মাত্রারিতিক্ত দূষণ সৃষ্টি করে এবং চলাচলে অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। বেড়ে যায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়। অর্থাৎ এ খাতে যারা শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন তারা ক্ষতির সম্মুখীন হন। পুঁজি বা কিস্তির টাকা উঠে আসার আগেই এসব ভারতীয় গাড়ি বিকল হয়ে যাচ্ছে। অলাভজনক হয়ে পড়েছে ট্যাক্সিক্যাব ব্যবসা। বিশেষ করে কালো ও হলুদ ট্যাক্সিক্যাবের বেশির ভাগই ভারতীয় গাড়ি। সরকারের এমন সিদ্ধান্তে এ খাতে বিনিয়োগকারীরা এখন বিশাল অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ রোধে সরকার যে শুল্কের রেয়াদ দেয়, তা পরিবেশ রক্ষার পরিবর্তে দূষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে নতুন গাড়ির দাম কমলে সাধারণ মানুষ গাড়ি কিনতে পারবে বলে যে ধারণা দিয়েছিল সরকার, তার ন্যূনতম বাস্তবায়ন ঘটেনি। খুব সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে সরকার কেন যাচাই করে নিলো না? নিম্নমানের ভারতীয় গাড়ি এনে দেশকে ডাম্পিং স্টেশনে পরিণত করার অর্থ কি? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কারণ নিজেদের এক পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিলো নীতিনির্ধারকরা। তারা ভাবেনি সাধারণ ক্রেতাদের কথা। ভেবেছে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর সুবিধার কথা।

এর পরের বছরের বাজেটে (২০০৩-০৪) বাজেটে সরকার নতুন ও পুরনো গাড়ির শুল্কের বৈষম্য দূর করে ঠিকই, কিন্তু উভয় প্রকার শুল্ক বাড়িয়ে করা হয় ৭৪%। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিতে কোনো অবচয় (ডিপ্রিসিয়েশন) দেয়া হয়নি। অর্থাৎ নতুন দামেই রিকন্ডিশন্ড গাড়িকে কর দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দাম এ বছরও বাড়ে। ৪ বছর মেয়াদি গাড়ি আনার বাধ্যবাধকতাও বহাল থাকে। আমদানিকারকদের একটি দাবি ছিল, রিকন্ডিশন্ড গাড়িতে অবচয় ধার্য করে গাড়ির মূল্য নির্ধারণ করা এবং ৪ বছরের বেশি পুরনো গাড়ি আনার সুবিধা পাওয়া। আমদানিকারকদের যুক্তি- গাড়ির বয়স নয়, কন্ডিশন বা মানই হওয়া উচিত রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির পূর্বশর্ত। এ ক্ষেত্রে কিছু তথ্য দেয়া যেতে পারে। বিশ্বের ১৬০টি দেশ জাপান হতে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির আমদানি করে থাকে। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি শুধু আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলোই ব্যবহার করে না অন্যান্য উন্নত দেশও এর প্রধান ক্রেতা। জাপান থেকে প্রকাশিত ২০০৪ সালের 'জাপান অটোমোটিভ নিউজ'-এর এপ্রিল মাসের সংখ্যায় দেয়া তথ্যে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি করেছে এ মাসে আরব আমিরাত ১৯ হাজার ১৩৪টি, তারপর নিউজিল্যান্ড ১৩ হাজার ৮৫৮টি, রাশিয়া ১১ হাজার ২৭১টি, যুক্তরাজ্য করেছে ৩ হাজার ৫৬৬টি। সে ক্ষেত্রে

কয়েক দিনের মধ্যে এসব গাড়ি মাত্রারিতিক্ত দূষণ সৃষ্টি করে এবং চলাচলে অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এ খাতে যারা শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন তারা ক্ষতির সম্মুখীন হন। পুঁজি বা কিস্তির টাকা উঠে আসার আগেই এসব ভারতীয় গাড়ি বিকল হয়ে যাচ্ছে

বাংলাদেশে এসেছে মাত্র ৫৬৪টি রিকন্ডিশন্ড গাড়ি। সহজেই প্রশ্ন ওঠে, উন্নত এই দেশগুলো যদি এত রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ব্যবহার করে থাকে, তাহলে তাদের দেশের পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা কি করছেন? আবার এসব দেশে রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের মতো ৪ বছর মেয়াদি গাড়ি আনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বেশির ভাগ দেশেই রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আনার ক্ষেত্রে বাজার উন্মুক্ত। অর্থাৎ তারা যেকোনো বয়সের পুরনো গাড়ি আমদানি করতে পারে। নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশ এই সুবিধাটি পায় তাদের দেশে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকার কারণে। এ সবই নীতিনির্ধারকের ব্যাপার। উন্নত দেশগুলোর নীতিনির্ধারকরা বুঝেছেন, গাড়ির কন্ডিশন ভালো থাকলে আমদানি করা লাভজনক। কিন্তু বুঝতে পারিনি আমরা। কতিপয় ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য ভারতের তথাকথিত ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি আনা হচ্ছে। শুল্ক চাপানো হচ্ছে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ওপর।

পিএসআই (প্রি শিপমেন্ট ইন্সপেকশন) সিস্টেম চালু হবার পর ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির প্রকৃত মূল্য থেকে কম মূল্য দেখানোর সুযোগ থাকলেও রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ক্ষেত্রে তা নেই। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্ক মূল্য নতুন গাড়ির মূল্যের সমান হতে পারে না। অবশ্যই কম হবে। অবচয় পদ্ধতি না থাকার কারণে একটি রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দাম গত বছরে সাড়ে ৪ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় সাড়ে ৬ লাখ টাকায়। স্বাভাবিকভাবেই আমদানিকারকরা আশায় ছিলেন, চলতি অর্থবছরের বাজেটে গাড়ির দাম কমার এবং অবচয় প্রথা পুনরায় চালুর।

বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস্ ইমপোর্টার্স এন্ড ডিলারস এসোসিয়েশনের (বারভিডা) সভাপতি আবদুল মান্নান চৌধুরী খসরু ২০০০কে বলেন, 'এই বাজেটে ভিত্তিমূল্য বৃদ্ধি করে নামমাত্র হারের অবচয় প্রদান এবং সম্পূরক শুল্ক ১৫%-এর জায়গায় ৩০% আরোপ করার কারণে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্ক কর বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দাম বাড়বে।' অর্থাৎ গত বছরের এ বছর গাড়ি প্রতি কর বেড়েছে শতকরা ১৯ ভাগ। কয়েকজন রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপে জানা যায়, বাজেটের পরে ১০০০ সিসি গাড়ির দাম বেড়েছে প্রায় ৯৭ হাজার টাকা, ১৩০০ সিসি গাড়ি ১ লাখ ৬ হাজার টাকা, ১৫০০ সিসির গাড়ি ১ লাখ ১৭ হাজার টাকা আর ১৬০০ সিসির গাড়ির দাম বেড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। গাড়ির বাড়তি দাম সাধারণ জনগণকেই বহন করতে হবে। ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ-মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। বাধ্য হয়ে তাদের কিনতে হয় রিকন্ডিশন্ড গাড়ি। কিন্তু সরকার এ ক্ষেত্রে বুঝেও না বোঝার ভান করছে। এর পেছনে কাজ করছে মহল বিশেষের স্বার্থ। সরকারের দু-একজন মন্ত্রী, তাদের আত্মীয়স্বজন ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের ওপর তাদের চাপ ছিলো। তারা চেয়েছে তাদের ব্যবসা যাতে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির কারণে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়। সরকারও নতি স্বীকার করেছে এই বিশেষ গোষ্ঠীর দাবির কাছে। এই সুযোগে দেশে ঢুকেছে নিম্নমানের ভারতীয় গাড়ি। বারভিডা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রেস কনফারেন্স করেছে। তারা বলেছে ইয়েলো বুক অনুযায়ী রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দাম নির্ধারণের কথা। এ প্রসঙ্গে বারভিডার সভাপতি বলেন, 'যে কোনোভাবেই জাপানি রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ভারতীয় যেকোনো নতুন গাড়ির তুলনায় অনেক বেশি টেকসই। ইতিমধ্যে আসা ভারতীয় গাড়ি যেগুলো ট্যাক্সি ক্যাব করা হয়েছে, সেগুলো এখন বিকল হয়ে পড়ে আছে। বাকি যেগুলো আছে সেগুলোর অবস্থাও ভালো নয়।'

এই বাজেটে অবচয় পদ্ধতির কিছু কিছু বিষয় অসঙ্গতির কারণে এখন রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিকারকরা বন্দর থেকে গাড়ি খালাস করছেন না। বন্দর এখন ৩ হাজার রিকন্ডিশন্ড গাড়িতে পরিপূর্ণ। সরকারও প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বারভিডার এখন জোরালো দাবি, রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্কায়নে স্বচ্ছতা ও যৌক্তিকতা আনার জন্য ইয়েলো বুক অনুসরণ করা। ইয়েলো বুকে বছর অনুযায়ী দেয়া গাড়ির দামের ওপর ভিত্তি করে শুল্ক নির্ধারণ করার জন্য তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলাপ চালাচ্ছে। বারভিডার সভাপতি আবদুল মান্নান চৌধুরী খসরু ২০০০কে বলেন, 'নতুন গাড়ির নতুন মূল্যে এবং পুরাতন গাড়ির পুরাতন মূল্যে শুল্কায়ন হওয়া উচিত। রিকন্ডিশন্ড গাড়ির শুল্কমূল্য কখনো নতুন গাড়ির মূল্যের সমান হতে পারে না। ডব্লিওটিও'র (WTO) সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রকৃত ক্রয়মূল্যেই (Transaction Value) শুল্ক মূল্য (Assessable Value) হওয়া উচিত। এবং ক্রয়মূল্যের সঠিক নিরুপণের জন্য বর্তমানে নতুন গাড়ির জন্য পিএসআই পদ্ধতি চালু আছে এটাও রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ক্ষেত্রে চালু করা যায়। শুল্ক করের ব্যবধান ও মূল্য বৈষম্য রোধকল্পে ইয়েলো বুকে (Value Guide Book) প্রদত্ত নতুন মূল্য থেকে বছরভিত্তিক অথবা এককালীন অবচয় দেয়ার মাধ্যমেও শুল্ক মূল্য নির্ধারণ করা যায়। তবে প্রকৃত মূল্যের দিক বিবেচনা করে অবচয়ের হার নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত।'

রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ওপর করের হার নির্ধারণ বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় এসব নিয়ম করাই হয়েছে ব্র্যান্ড নিউ গাড়ির মালিকদের সুবিধা দেবার জন্য। আরো তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সুবিধাটা পাচ্ছে ভারতীয় গাড়ির আমদানিকারকরা। অসুবিধায় পড়ছে অসহায় উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত। তারা গাড়ি ক্রয়ের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করে। কিন্তু সাধ্যের বাইরে থাকছে তা। Z¡B QU‡Z n‡"Q পুরাতন গাড়ির ব্যাপারে। ঠকছে এরাই। সাংসদরা চালাচ্ছে করহীন অর্ধ কোটি অথবা কোটি টাকার গাড়ি। তাদের বিলাসিতা দেখেই নিজেদের প্রয়োজন ভুলে থাকতে হবে উচ্চ মধ্যবিত্তকে।